অধ্যায় ০৬ বিভিন্ন প্রকার শিল্পকর্ম

আলোচ্য বিষয়াবলি

• তুলা ও কাপড়ের তৈরি কারুশিল্প; • তুলা দিয়ে লেখা; • তুলা দিয়ে ছবি; • সূচিশিল্প; • স্টেম ফোঁড় বা ডাল ফোঁড়; • চেইন ফোঁড়; • ক্রস ফোঁড়; • বোতাম ঘর ফোঁড়; • কম্বল ফোঁড়।

অধ্যায়ের শিখনফল

অধ্যায়টি অনুশীলন করে আমি যা জানতে পারব–

- কাপড়ের ওপর তুলা দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরির কৌশল বর্ণনা করতে পারব।
- তুলা দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি করতে পারব।
- সূচিশিল্প সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- সূচিকর্ম ও বুনন করার নিয়ম-কানুন ও কৌশল বর্ণনা করতে পারব।
- সুই-সুতা দিয়ে কতাপড়ের উপর বিভিন্ন ফোঁড় তুলতে পারব।
- কাপড় ও তুলা দিয়ে বিভিন্ন রকম খেলনা তৈরি করতে পারব।
- ফেলনা জিনিস দিয়ে অনেক জিনিস তৈরি করতে পারব।
- এসব জিনিস দিয়ে নিজেদের ঘর সাজাতে পারব।
- ফেলনা জিনিসের শিল্পগুণ প্রকাশ করতে পারব।
- আলু ও ঢেঁড়শ কেটে নকশা তৈরি করতে পারব।

শিখন অর্জন যাচাই

- তুলা ও কাপড়ের তৈরি কারুশিল্প তৈরির উপকরণগুলোর নাম জানতে পারব।
- তুলা দিয়ে লেখা শিখতে পারব।
- নানা রঙের তুলা দিয়ে ছবি তৈরির পদ্ধতি শিখতে পারব।
- সূচিশিল্পের প্রয়োজনীয় উপকরণগুলোর নাম জানতে পারব।
- বিভিন্ন ধরনের ফোঁড়ের চেহারা চিনতে পারব।
- কিভাবে ফোঁড় তুলতে হয় তা শিখতে পারব।

শিখন সহায়ক উপকরণ

- ছবি/ভিডিও তুলার তৈরি শিল্পকর্ম দেখানো।
- তৈরিকৃত শিল্পকর্মের নমুনা দেখানো।
- ছবি/ভিডিও বিভিন্ন ধরনের সূচিশিল্প দেখানো
- অথবা তৈরিকৃত সূচিশিল্প দেখানো।

অনুশীলন

সেরা পরীক্ষাপ্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে সর্বাধিক সাধারণ ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরসমূহকে সাধারণ প্রশ্ন, বহুনির্বাচনি ও অনুশীলনমূলক কাজ– এ তিনটি অংশে উপস্থাপন করা হয়েছে। সাধারণ ও বহুনির্বাচনি অংশে মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল প্রণীত প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর — পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সঠিক উত্তরটির বৃত্ত (●) ভরাট কর :

১. সূচশিল্প বলতে কী বোঝায়?
ক পোশাক পরিচ্ছদ
● সুই-সুতার মাধ্যমে তৈরি নকশা বা শিল্পকর্ম
গ চিত্রকর্ম
ঘ এক ধরনের কারুশিল্প

২. চেইন ফোঁড় দিয়ে কোনটি করা যায়?
ক রেখা সেলাই
● রেখা ও ভরাট কাজ
গ শুধু মোটা রেখা সেলাই
ঘ মুড়ি সেলাই

৩. বোতাম ঘর ফোঁড় কোনটিতে ব্যবহার করা হয়?
● শুধু বোতাম ঘর সেলাইয়ের জন্য
খ বোতাম ঘর ও অন্যান্য ফুল লতা ইত্যাদি সেলাইয়ের জন্য
গ শুধু লতা-পাতা সেলাই করার জন্য

৪. তুলা দিয়ে ছবি করতে হলে প্রথমে–
ক ছবির কাপড়ের ওপর পেনসিল দিয়ে ছবি আঁকতে হয়
খ তুলা কেটে কেটে বসিয়ে দিতে হয়
গ তুলার ওপর ছবি এঁকে কাটতে হয়
● কাগজের ওপর আগে ছবি এঁকে নিতে হয়

৫. ছবি তৈরির জন্য উপযোগী তুলা কোনটি?
ক সাধারণ পেঁজা তুলা
খ শিমুল তুলা
● ব্যান্ডেজের তুলা
ঘ কার্পাস তুলা

৬. তুলা দিয়ে রঙিন ছবি তৈরি করতে হলে কোনটি করবে?
ক ছবি তৈরি করার পর রং লাগানো হয়
খ এক এক অংশ কেটে কেটে রঙে চুবাতে হয়
● আগেই তুলা রং করে শুকিয়ে রাখতে হয়
ঘ ছবি তৈরি করার পর তুলা রং করতে হয়

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১। সুচশিল্প কি? সুচশিল্পের ৫টি উপকরণের নাম লেখ।

উত্তর : সুচিশিল্প হচ্ছে এক ধরনের লোকশিল্প, যা সুই-সুতা দ্বারা হাতের সাহায্যে রচিত হয়। সূচিশিল্পের ৫টি উপকরণের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. সরু ও মোটা ধরনের সুঁই
২. সাদা ও রঙিন সুতা বা উল
৩. কাপড়ে দাগ দেবার জন্য পেনসিল
৪. প্রয়োজনমতো কাপড় বা চট
৫. একটি ছোট কাচি।

প্রশ্ন ২। পাঁচটি ফোঁড়ের নাম লেখ এবং এগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ উল্লেক কর।

উত্তর : পাঁচটি ফোঁড়ের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. রানিং ফোঁড় বা রান সেলাই
২. হেম ফোঁড় বা মুড়ি সেলাই
৩. বখেয়া ফোঁড়
৪. স্টেম ফোঁড় বা ডাল ফোঁড়
৫. চেইন ফোঁড়

পাঁচ প্রকার ফোঁড়ের ব্যবহারিক ক্ষেত্রসমূহ আলোচনা করা হলো–

১. **রানিং ফোঁড় বা রান সেলাই :** বিভিন্ন ফোঁড়ের মধ্যে রানিং ফোঁড় বা রান সেলাই সবচেয়ে সহজ। নকশিকাঁথায় রানিং ফোঁড় বহুলভাবে ব্যবহার করা হয়।
২. **হেম ফোঁড় বা মুড়ি সেলাই :** টেবিলের কাপড়, রুমাল, জামা ইত্যাদি কাপড়ে তৈরি যে কোনোটির কিনারা মুড়ি সেলাই করার জন্য যে ফোঁড় ব্যবহার করা হয় তাকে হেম ফোঁড় বা মুড়ি সেলাই বলে।
৩. **বখেয়া ফোঁড় :** জামা-কাপড়ের জোড়া লাগাতে বখেয়া ফোঁড় ব্যবহার করা হয়।
৪. **স্টেম ফোঁড় বা ডাল ফোঁড় :** সাধারণত গাছের ডাল, ফুল ও পাতার ডাল, লতা ইত্যাদি নকশা ব্যবহার করার জন্য যে ফোঁড় ব্যবহার করা হয় তাকে স্টেম ফোঁড় বা ডাল ফোঁড় বলে।
৫. **চেইন ফোঁড় :** চেইন ফোঁড় দিয়ে যেকোনো পোশাকে নকশা করা যায়। বিশেষ করে জামা শাড়ি, রুমাল, টেবিলের কাপড় ইত্যাদিতে ফুল, লতাপাতার নকশা করা যায়। চিত্রকলায় বৈচিত্র্য আনতে এই সেলাই ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ৩। তোমরা বিভিন্ন প্রকার ফোঁড় শিখতে আগ্রহী কেন?

উত্তর : সূচিশিল্পে নানা ধরনের ফোঁড়ের ব্যবহার করা হয়। এসব ফোঁড়ের মাধ্যমে আমরা নিজেদের অনেক রকম কাজ করতে পারি। যেমন– বোতাম লাগানো, টেবিলের কাপড় তৈরি, ছোট খাটো রুমাল, ছেড়া কাপড় জোড়া দেওয়া ইত্যাদি। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ভালোভাবে বুঝানো যাবে। সাধারণত রুমাল আমাদের সবারই প্রয়োজন হয়। স্কুলে বা অন্য কোনো জায়গায় যাওয়ার সময় সাথে করে একটি রুমাল রাখি। তবে দুই ধরনের ফোঁড় শিখে রুমালকে আরও সুন্দর করে তোলা যায়। ফুল লতাপাতা ইত্যাদির নকশা এঁকে লেজি ডেইজি ফোঁড় ব্যবহার করলে রুমাল অনেক সুন্দর দেখাবে। এ ধরনের রুমাল নিজে ব্যবহারের পাশাপাশি অন্যকেও উপহার হিসেবে দিতে পারি। আবার অনেকে রুমালের উপর বিভিন্ন ধরনের নকশা এঁকে সেগুলো বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করছে।

পরিশেষে বলা যায় বিভিন্ন প্রকার ফোঁড় শিখে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব।

ব্যবহারিক অংশ — নিজে করার চেষ্টা করি

প্রশ্ন ১। একটি রুমাল তৈরি করে তাতে ডাল ফোঁড়, লেজি-ডেইজি ফোঁড় ও বোতাম ঘর ফোঁড় দিয়ে একটি নকশা সেলাই কর।

উত্তর : একটি রুমাল তৈরি করে তাতে ডাল ফোঁড়, লেজি-ডেইজি ফোঁড় ও বোতাম ঘর ফোঁড় দিয়ে একটি নকশা সেলাই করে নিচে দেখানো হলো–

উপকরণ : সুতি কাপড়, বিভিন্ন রঙের সুতা, সুঁই, ফ্রেম, কাঁচি, পেন্সিল।

কার্যপদ্ধতি : ধাপ–১ : কাঁচি দ্বারা পরিমাণমতো কাপড় কাটি। এবার কর্তনকৃত কাপড়ের টুকরাটিকে ফ্রেমের মাঝে রেখে স্ক্রুকে ঘুরিয়ে কাপড়টিকে টানটান করি।

ধাপ–২ : এবার পেন্সিল দ্বারা কাপড়ের উপর ডাল ফোঁড়, লেজি-ডেইজি ফোঁড় ও বোতাম ঘর ফোঁড় দিয়ে একটি নকশা আঁকি।

ধাপ–৩ : সুঁইয়ে বিভিন্ন রঙের সুতা ব্যবহার করে নকশার উপর সেলাই করি। এভাবে একটি সুন্দর রুমাল তৈরি করি।

উপস্থাপন : পরিপূর্ণ রুমালটিকে শিক্ষকের নিকট উপস্থাপন করি।

প্রশ্ন ২। তুলা দিয়ে একটি পুতুল ও ফুলদানি বাড়ি থেকে তৈরি করে জমা দাও।

উত্তর : তুলা দিয়ে একটি পুতুল ও একটি ফুলদানি তৈরি করে দেখানো হলো–

তুলার তৈরি পুতুল

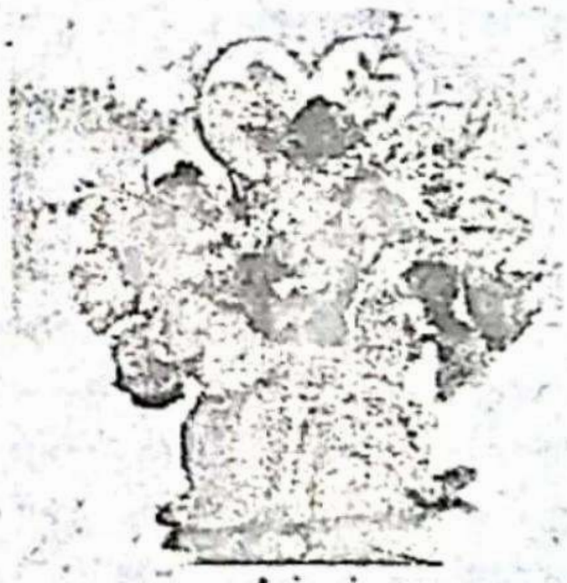

তুলার তৈরি ফুলদানি

প্রশ্ন ৩। ফেলনা জিনিস দিয়ে তোমার মনের মতো একটি শিল্পকর্ম করে জমা দাও।

উত্তর : ফেলনা জিনিস গাছের শুকনো ডাল দিয়ে মনের মত করে একটি শিল্পকর্ম এঁকে দেখানো হলো–

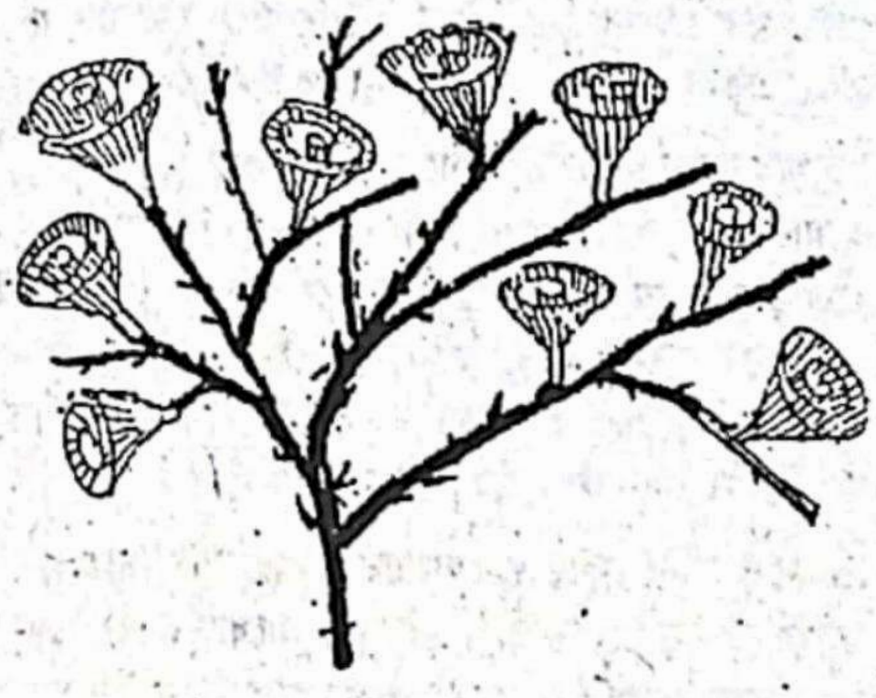

শুকনো ডালে ফেলনা কাগজের ফুল

প্রশ্ন ৪। কাগজে বিভিন্ন উপাদানের ছাপ দিয়ে প্রদর্শন কর।

উত্তর : কাগজে বিভিন্ন উপাদানের ছাপ দিয়ে নকশা প্রদর্শন করা হলো –

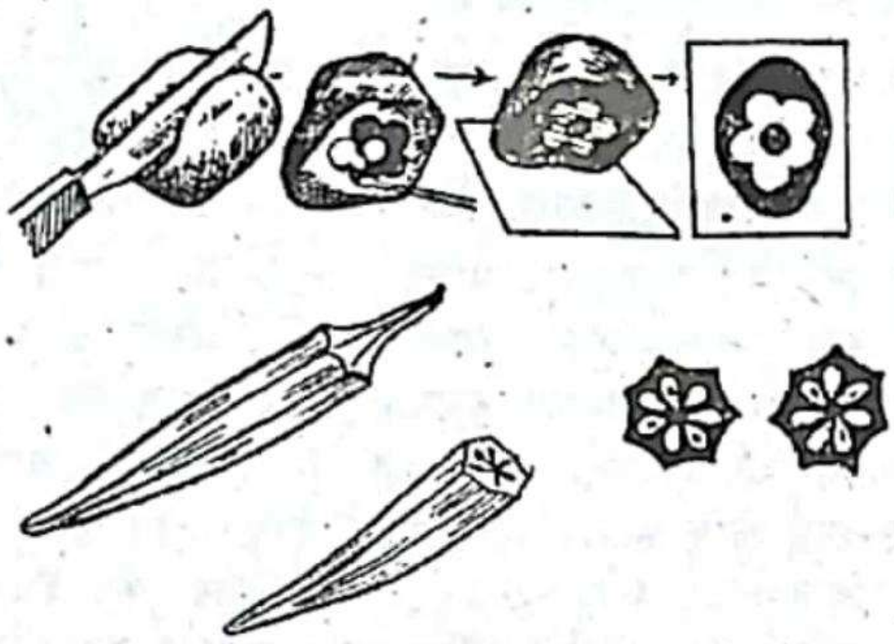

আলু ও ঢেঁড়স কেটে ছাপ দিয়ে নকশা

প্রশ্ন ৫। রঙিন কাগজের টুকরা ব্যবহার করে একটি মোজাইক চিত্র তৈরি কর।

উত্তর : রঙিন কাগজের টুকরা ব্যবহার করে একটি মোজাইক চিত্র তৈরি করা হলো–

মোজাইক ছবি

অতিরিক্ত প্রশ্নোত্তর পরীক্ষায় কমন পেতে আরও প্রশ্নের উত্তর শিখি

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১। সূচিশিল্প সম্পর্কে একটি সাধারণ আলোচনা কর।

উত্তর : প্রাচীনকাল থেকেই আমরা সুঁই, সুতার ব্যবহার করে আসছি। সুঁই, সুতার সাহায্যে আমরা জামা-কাপড়, জামার ওপর নকশা, বোতাম লাগানো, ছেঁড়া কাপড় জোড়া দেওয়া, ছোট-খাট রুমাল প্রভৃতি কাজে ব্যবহার করি। সুঁই-সুতার সাহায্যে এসব করা হয় বলে এদেরকে সূচিশিল্প বলে। সূচিশিল্পের সাহায্যে আমরা যেমন ছোট শিশুদের জামা, কাপড়, শাড়ি, প্যান্ট, প্রভৃতি তৈরি করতে পারি ঠিক তেমনি নকশি কাঁথা, নকশা করা জায়নামায, তোয়ালে, পাখা প্রভৃতি সেলাই করি। এগুলো আমাদের লোকশিল্পের উজ্জ্বল নিদর্শন। তাছাড়া নকশিকাঁথা ও অন্যান্য জিনিস বিক্রি করে

আমরা অর্থ উপার্জন করতে পারি। বর্তমানে আমাদের দেশে সূচিশিল্পের ব্যাপক প্রচলন হয়েছে। নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। বাণিজ্যিকভাবেও সূচিশিল্পের কদর বেড়েছে। বর্তমানে আমাদের মোট আয়ের সিংহভাগ অর্থ আয় হয় সূচিশিল্প তৈরি পোশাক থেকে। তাই বলা যায় সূচিশিল্প আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ২। সুঁই-সুতার কাজে কী কী উপকরণের প্রয়োজন?

উত্তর : সুঁই-সুতার কাজে যেসব উপকরণের প্রয়োজন হয় তা হলো–

১. সরু ও মোটা নানা ধরনের সুঁই, ২. সাদা ও রঙিন সুতা বা উল, ৩. কাপড়ে দাগ দেয়ার পেনসিল, ৪. প্রয়োজনমতো কাপড় বা চট, ৫. একটি ছোট কাঁচি, ৬. একটি ফ্রেম, ৭. উপকরণ রাখার জন্য একটি বাক্স।

প্রশ্ন ৩। তোমার জানা কয়েকটি ফোঁড়ের নাম লেখ।

উত্তর : আমার জানা কয়েকটি ফোঁড়ের নাম নিচে দেওয়া হল :

১. রানিং ফোঁড় বা রান সেলাই, ২. হেম ফোঁড় বা মুড়ি সেলাই, ৩. বখেয়া ফোঁড়, ৪. স্টেম ফোঁড়, ৫. চেইন ফোঁড়, ৬. লেজি-ডেইজি ফোঁড়, ৭. ক্রস ফোঁড়, ৮. তারা ফোঁড়, ৯. বোতাম ঘর ফোঁড়, ১০. কম্বল ফোঁড়, ১১. সার্টিন ফোঁড়, ১২. হেরিং বোন ফোঁড়।

প্রশ্ন ৪। সংক্ষেপে রানিং ফোঁড় ও হেম ফোঁড় এর বর্ণনা দাও।

উত্তর : রানিং ফোঁড় : বিভিন্ন ফোঁড়ের মধ্যে রানিং ফোঁড় বা রানসেলাই সবচেয়ে সহজ। কাপড়টিকে বাঁ হাত দিয়ে উঁচু করে ধরে ডান হাতে সুই নিয়ে সেলাই করতে হয়। কাপড় বাঁ হাতের উপরে রেখে অবশিষ্ট চারটি আঙুল দিয়ে কাপড়টিকে চেপে ধরতে হয়। ডান হাতে সুঁই ধরে একবারে ৩ থেকে ৪টি ফোঁড় করা যায়। প্রতিবারই ৩ থেকে ৪টি ফোঁড় দেওয়ার পর সুতা টেনে সেলাইটি শক্ত করে নিতে হয়। রানিং ফোঁড়ে সাদা কাপড় হলে সাদা সুতা ব্যবহার করতে হয়। কারণ এতে সেলাই সমান ও সোজা হচ্ছে কি-না তা সহজেই বোঝা যায়। এ ফোঁড় দিয়ে যেমন রেখা সেলাই করা যায় তেমনি ভরাট সেলাইও করা যায়। নকশি কাঁথায় রানিং ফোঁড় বহুলভাবে ব্যবহার করা হয়।

হেম ফোঁড় : টেবিলের কাপড়, রুমাল, জামা ইত্যাদি কাপড়ে তৈরি যে কোনোটির কিনারা মুড়ি সেলাই করার জন্য যে ফোঁড় ব্যবহার করা হয় তাকে হেম ফোঁড় বা মুড়ি সেলাই বলে। এই সেলাই করার সময় কাপড়ের কিনারা এমনভাবে ভাঁজ করে নিতে হয় যাতে কিনারার সুতাগুলো বেরিয়ে না পড়ে। এই ফোঁড় দিয়ে কুশন, জামা, শাড়ি, টেবিল ক্লথ ইত্যাদিতে অ্যাপ্লিক নিয়মে নকশা করা যায়।

প্রশ্ন ৫। শুকনো ডালে কীভাবে কাগজের ফুল তৈরি করবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত লেখ।

উত্তর : যেকোনো গাছের একটি শুকনো কাঁটাওয়ালা ডাল নিই। এরপর ঘুড়ির রঙিন কাগজ ২.৫০ সে. মি. চওড়া লম্বা ফালি করি। কাগজের ফালি তিন চার ভাঁজ করে ২.৫৪ সে. মি. চওড়া ও ১৫ সে. মি. লম্বা করি। এবার কাঁচি দিয়ে একপাশে ৬ সে. মি. এর মতো জায়গা জড়িয়ে রেখে অন্য পাশটি চিকন চিকন করে কাটি। ভাজ খুলে নেওয়ার পর কাগজটি চিরুনির মতো দেখাচ্ছে। এরপর ধারালো ব্লেড দিয়ে সরু এক টুকরা পাটকাঠির মাথার অংশ সমান করে কাটি। চিরুনির মতো কাটা কাগজের ফালির জোড়ানো পাশে ময়দার আঠা লাগিয়ে পাটকাঠি সমান করে কাটা মাথার ৬৩৫ সে. মি. পরিমাণ জায়গায় কাগজের জোড়ানো অংশের মাথা বসিয়ে পেঁচিয়ে যাই। একটি পেঁচের উপর আরও পেঁচ দিই। পাঁচ-ছয় পেঁচ দেওয়ার পর কাগজের ফালি ছিড়ে আলাদা করে নিই। কাগজ সমেত পাটকাঠির মাথা সমান করে কেটে নিই। পাটকাঠিতে পেঁচানো কাটা কাগজের সরু মাথা ছড়িয়ে দিলে ফুলের মতো দেখাবে। এভাবে অনেকগুলো ফুল তৈরি করে ফুলগুলো ডালের কাঁটাগুলোয় গেঁথে দিই। এবার তাকালে দেখা যাবে ডালটিতে অনেক সুন্দর ফুল ফুটে আছে।